লেদার, লেদারগুডস্ ও ফুটওয়্যার খাতের পরিবেশগত, স্যোসাল ও কোয়লিটি কমপ্লায়েন্স

চামড়া উৎপাদন কারখানার জন্যে পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স-

১. কারখানার কঠিন ও তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে ফেলা যাবে না। এ থেকে কারখানার আশে পাশের জনগন, পশুপাখি ও অন্যান্য প্রাণি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে এবং জমি, জলাধার ও ভূগর্ভস্ত পানি দূষিত হয়।

২. কঠিন বর্জ্যগুলো থেকে ক্রোম, লবন ও অন্যান্য রাসায়নিক দূর করে জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পূণঃব্যবহার করতে হবে।

৩. প্রতিটি কারখানায় অথবা কয়েকটি কারখানা মিলে একটি ক্রোম রিকোভারী প্লান্ট বসাতে হবে। প্লান্টে তরল বর্জ্য থেকে ক্রোম আলাদা করে সিইটিপি বা ইটিপি পাঠাতে হবে এবং আলাদা করা ক্রোম পূনঃব্যবহার করতে হবে।

৪. শব্দের মাত্রা দিনে ৭৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৭০ ডেসিবেলের মধ্যে রাখতে হবে। ৮০ ডেসিবেলের বেশী শব্দ হলে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাতে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়। যা বাতাশে মিশে কর্মীদের স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি করতে পারে। এসব থেকে কর্মীদের রক্ষায় নির্মল বায়ু প্রবাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. চামড়া প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য পানি ব্যবহার কমাতে করতে হবে। বিদেশে চামড়া রপ্তানি করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমান পানির ব্যবহার অন্যতম একটা বাধ্যবাধকতা।

৭. চামড়া উৎপাদন কারখানায় ব্যবহৃত সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট (এমএসডিএস) অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং আধুনিক কেমিকেল সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. ক্যানসার, টিবি, ফুসফুস ও শ্বাসনালীর অসুখসহ অন্যান্য রোগ থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের রক্ষা করতে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ অবশ্যই গ্রহন করতে হবে।

জুতা ও অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স

১. জুতার তৈরীতে ব্যবহৃত আঠা ব্যবহারে সতর্কবান হতে হবে। কারণ আঠা বাতাশে মিশে পরিবেশ দূষণ করে। হাতের মাধ্যমে আঠা ব্যবহার না করে আধুনিক ইঞ্জেকশান পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে। আঠার পাত্র যতটা সম্ভব বন্ধ রাখুন।

২. আঠার পরিবর্তে সম্ভব হলে জুতার তলি ও সুকতলি সেলাই করে দিন।

৩. বাতাশের মিশে যাওয়া বিষাক্ত জৈব উপাদান ধ্বংস করতে অর্গানিক ফিল্টার পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

৪. আঠা, রং ইত্যাদির কেমিকেল দূষণ প্রতিরোধে জারণ বিক্রিয়া ব্যবহার করুন।

৫. কেমিক্যাল ভিত্তিক (ওয়াটার বেইজড) আঠা ব্যবহার করুন। কেমিক্যাল ভিত্তিক আঠা গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি কমায় এবং ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন করে না।

৬. চামড়া কাটা ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করুন। হাত দ্বারা পরিচালিত কাটার যন্ত্র ও ডিজাইন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়।

স্যোসাল কমপ্লায়েন্স-

১. সকল ধরনের শ্রমিক-কর্মচারীদের (যেমন খন্ডকালীন, পূর্ণকালীন, অনিয়মিত, দৈনিক) নিয়োগ পত্র দিতে হবে এবং নিয়োগপত্রে কর্মীর নাম, কাজের শিরোনাম, যোগদানের তারিখ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগের মেয়াদ, নিয়োগের ধরণ, দৈনিক কর্মঘন্টা ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের কাজের ক্ষেত্রে মজুরী ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।
২. বেতন ও সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কর্মী ও প্রতিবন্ধী কর্মীসহ কারো সাথে বৈষম্য করা চলবে না।
৩. কোন কর্মীকে শারিরিক, মানুষিক ও যৌন হয়রানি যেমন কোন কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত বা কথা বলা যাবে না। কোন কর্মীকে ওভার টাইম করতে বাধ্য করা যাবে না। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে রাতের শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।
৪. কারখানার শ্রমিক কল্যাণে কার্যকরী ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অংশগ্রহণমূলক কমিটি, নিরাপত্তা কমিটি এবং পরিচ্ছন্নতা কমিটি থাকতে হবে। এই কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সাথে নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা, কর্মীস্বাস্থ্য, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ, অগ্নি নিরাপত্তাসহ কর্মস্থলে নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুপারভাইজার ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে কাজ করবে।
৫. কারখানার অবকাঠামো নির্মাণে বিল্ডিং কোড মেনে কারখানা তৈরী করতে হবে। আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ মেশিন ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে প্রত্যেক শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকতে হবে ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৭. গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে এবং তাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ছুটিকালীন বেতন-ভাতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
৮. প্রতিটি কারখানায় জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি বা পথ থাকতে হবে। জরুরি অবস্থায় ধোঁয়া বা প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যেও যেন প্রতিটি বহির্গমন পথ খুঁজে পাওয়া যায় তার জন্যে স্পষ্টভাবে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। বহির্গমন পথ কমপক্ষে ৭৫ সে.মি. প্রশস্ত এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি ছয় মাসে একবার ফায়ার এবং ইভাকুয়েশন ড্রিল পরিচালনা করুন।

কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স-

১. কারখানায় আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।
২. কারখানার প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর রিপোর্টিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে নিয়মিত সচেতনামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে।
৪. কাষ্টমারের চাহিদা অনুযায়ী পন্যে মান ও ডিজাইন করতে হবে।
৫. প্রতিটি ধাপে পন্যের কোয়ালিটি রক্ষায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।
৬. সেম্পল অনুসারে পন্যের মান ও ডিজাইন নিশ্চিত করতে হবে।
৭. পন্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে কার্যকর রিপোর্টিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৮. পন্য উৎপাদনে ক্রেতার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। নির্ভযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরীর মাধ্যমে ভোক্তার আস্থা অর্জন করতে হবে।

প্লাষ্টিক খাতের পরিবেশগত, স্যোসাল ও কোয়লিটি কমপ্লায়েন্স

পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স-

১. প্লাষ্টিক পন্য তৈরীতে ব্যবহার হয় পেট্রোলিয়ামজাত প্লাস্টিক। যা মাটি ও পানিতে দ্রবিভূত হয় না। সুতরাং এই পন্য তৈরীতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যগুলোকে পূনরায় ব্যবহার করে পন্য উৎপাদন করতে হবে।

২. প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকালীন সময়ে মেশিন ঠান্ডা রাখতে ব্যবহৃত পানি এবং লুব্রিকেটিং মেশিনে ব্যবহৃত পানি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও ভারী ধাতু দ্বারা মিশ্রিত হয়ে তরল বর্জের সৃষ্টি হয়। এই তরল বর্জ্য শোধনের জন্যে প্রতিটি কারখানায় ইটিপি বা তরল বর্জ্য পরিশোধাগার স্থাপন করতে হবে।

৩. প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুত বা রিসাইক্লিং-এর সময় নানা ধরনের ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশ্রিত প্রচুর বস্তুকণা বাতাসে নির্গত হয়ে বায়ু দূষণ ও মানুষের ক্যান্সারসহ নানা ধরনের ফুসফুসের রোগ ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ দূষণরোধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় উল্লেখিত মাত্রাসহ আর্ন্তজাতিক মাত্রা অনুসরন করতে হবে।

৪. কাঁচামালের ক্ষতিকর দিক পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য এমএসডিএস (ম্যাটেয়াল সেফটি ডাটা সিট) অনুসরন করতে হবে।

৫. কারখানায় ও আশেপাশের বায়ু দূষণ রোধে ডাস্ট কালেক্টর, ভেন্টিলেশন, এগজস্ট সিস্টেম থাকতে হবে।

৬. কারখানার শব্দ মাত্রা দিনে ৭৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৭০ ডেসিবেলের মধ্যে রাখতে হবে। ৮০ ডেসিবেলের বেশী শব্দ হলে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

স্যোসাল কমপ্লায়েন্স-

১. সকল ধরনের শ্রমিক-কর্মচারীদের (যেমন খন্ডকালীন, পূর্ণকালীন, অনিয়মিত, দৈনিক) নিয়োগ পত্র দিতে হবে এবং নিয়োগপত্রে কর্মীর নাম, কাজের শিরোনাম, যোগদানের তারিখ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগের মেয়াদ, নিয়োগের ধরণ, দৈনিক কর্মঘন্টা ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের কাজের ক্ষেত্রে মজুরী ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

২. বেতন ও সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কর্মী ও প্রতিবন্ধী কর্মীসহ কারো সাথে বৈষম্য করা চলবে না।

৩. কোন কর্মীকে শারিরিক, মানুষিক ও যৌন হয়রানি যেমন কোন কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত বা কথা বলা যাবে না। কোন কর্মীকে ওভার টাইম করতে বাধ্য করা যাবে না। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে রাতের শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।

৪. কারখানার শ্রমিক কল্যাণে কার্যকরী ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অংশগ্রহণমূলক কমিটি, নিরাপত্তা কমিটি এবং পরিচ্ছন্নতা কমিটি থাকতে হবে। এই কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সাথে নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা, কর্মীস্বাস্থ্য, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ, অগ্নি নিরাপত্তাসহ কর্মস্থলে নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুপারভাইজার ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে কাজ করবে।

৫. কারখানার অবকাঠামো নির্মাণে বিল্ডিং কোড মেনে কারখানা তৈরী করতে হবে। আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ মেশিন ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে প্রত্যেক শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকতে হবে ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে এবং তাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ছুটিকালীন বেতন-ভাতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৮. প্রতিটি কারখানায় জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি বা পথ থাকতে হবে। জরুরি অবস্থায় ধোঁয়া বা প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যেও যেন প্রতিটি বহির্গমন পথ খুঁজে পাওয়া যায় তার জন্যে স্পষ্টভাবে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। বহির্গমন পথ কমপক্ষে ৭৫ সে.মি. প্রশস্ত এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি ছয় মাসে একবার ফায়ার এবং ইভাকুয়েশন ড্রিল পরিচালনা করুন।

কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স-

১. কারখানায় আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।
২. কারখানার প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর রিপোর্টিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে নিয়মিত সচেতনামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে।
৪. কাষ্টমারের চাহিদা অনুযায়ী পন্যে মান ও ডিজাইন করতে হবে।
৫. প্রতিটি ধাপে পন্যের কোয়ালিটি রক্ষায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।
৬. সেম্পল অনুসারে পন্যের মান ও ডিজাইন নিশ্চিত করতে হবে।
৭. পন্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে কার্যকর রিপোর্টিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৮. পন্য উৎপাদনে ক্রেতার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। নির্ভযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরীর মাধ্যমে ভোক্তার আস্থা অর্জন করতে হবে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের পরিবেশগত, স্যোসাল ও কোয়লিটি কমপ্লায়েন্স

পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স-

১. ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের শিল্প কারখানাগুলোতে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস, কপার, নিকেল, মারকারীসহ বিভিন্ন মানব স্বাস্থ্যহানিকর ও মাটি, পানি, বায়ু দূষণকারী ধাতু ব্যবহার করা হয়। এ সকল ধাতু তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথকীকরণ করে পুন: ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে।
২. মেশিন ঠান্ডাকরনের জন্য পানি ও লুব্রিকেটিং মেশিনে ব্যবহৃত পানি, বিভিন্ন রাসায়নিক ও ভারী ধাতু দ্বারা মিশ্রিত তরল বর্জ্য সংশোধনের জন্যে ইটিপি (পাশাপাশি কয়েকটি কারখানা মিলে অথবা অন্যের ইটিপি শেয়ারও করতে পারে) বা তরল বর্জ্য পরিশোধাগারে স্থাপন করতে হবে। পরিশোধনের পর পরিবেশে নির্গত করতে হবে।
৭. ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পণ্য প্রস্তুত বা রিসাইক্লিং-এর সময় নানা ধরনের ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশ্রিত প্রচুর বস্তুকণা বাতাসে নির্গত হয়ে বায়ু দূষণ ও মানুষের ক্যান্সারসহ নানা ধরনের ফুসফুসের রোগ ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ দূষণরোধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় উল্লেখিত মাত্রাসহ আর্ন্তজাতিক মাত্রা অনুসরন করতে হবে।
৩. কাঁচামালের ক্ষতিকর দিক পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য এমএসডিএস (ম্যাটেয়াল সেফটি ডাটা সিট) অনুসরন করতে হবে।
৪. কারখানার আশেপাশের জনগন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে এমন কিছু করা যাবে না। অর্থাৎ কোন ধরণের বর্জ্য কারখানার বাইরে ফেলা যাবে না।

স্যোসাল কমপ্লায়েন্স-

১. সকল ধরনের শ্রমিক-কর্মচারীদের (যেমন খন্ডকালীন, পূর্ণকালীন, অনিয়মিত, দৈনিক) নিয়োগ পত্র দিতে হবে এবং নিয়োগপত্রে কর্মীর নাম, কাজের শিরোনাম, যোগদানের তারিখ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগের মেয়াদ, নিয়োগের ধরণ, দৈনিক কর্মঘন্টা ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের কাজের ক্ষেত্রে মজুরী ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।
২. বেতন ও সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কর্মী ও প্রতিবন্ধী কর্মীসহ কারো সাথে বৈষম্য করা চলবে না।

৩. কোন কর্মীকে শারিরিক, মানুষিক ও যৌন হয়রানি যেমন কোন কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত বা কথা বলা যাবে না। কোন কর্মীকে ওভার টাইম করতে বাধ্য করা যাবে না। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে রাতের শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।

৪. কারখানার শ্রমিক কল্যাণে কার্যকরী ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অংশগ্রহণমূলক কমিটি, নিরাপত্তা কমিটি এবং পরিচ্ছন্নতা কমিটি থাকতে হবে। এই কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সাথে নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা, কর্মীস্বাস্থ্য, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ, অগ্নি নিরাপত্তাসহ কর্মস্থলে নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুপারভাইজার ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে কাজ করবে।

৫. কারখানার অবকাঠামো নির্মাণে বিল্ডিং কোড মেনে কারখানা তৈরী করতে হবে। আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ মেশিন ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে প্রত্যেক শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকতে হবে ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে এবং তাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ছুটিকালীন বেতন-ভাতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৮. প্রতিটি কারখানায় জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি বা পথ থাকতে হবে। জরুরি অবস্থায় ধোঁয়া বা প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যেও যেন প্রতিটি বহির্গমন পথ খুঁজে পাওয়া যায় তার জন্যে স্পষ্টভাবে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। বহির্গমন পথ কমপক্ষে ৭৫ সে.মি. প্রশস্ত এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি ছয় মাসে একবার ফায়ার এবং ইভাকুয়েশন ড্রিল পরিচালনা করুন।

কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স-

১. কারখানায় আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

২. কারখানার প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর রিপোর্টিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে নিয়মিত সচেতনামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে।

৪. কাষ্টমারের চাহিদা অনুযায়ী পন্যে মান ও ডিজাইন করতে হবে।

৫. প্রতিটি ধাপে পন্যের কোয়ালিটি রক্ষায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

৬. সেম্পল অনুসারে পন্যের মান ও ডিজাইন নিশ্চিত করতে হবে।

৭. পন্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে কার্যকর রিপোর্টিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৮. পন্য উৎপাদনে ক্রেতার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। নির্ভযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরীর মাধ্যমে ভোক্তার আস্থা অর্জন করতে হবে।